যুগান্তর

তারিখ 26 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আশ্বাসেই থমকে আছে জাতীয়করণ

ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক আন্দোলনের এক বছর

আহমদুল হাসান আসিক, *ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) থেকে ফিরে*

ময়মনসিংহের এতিহ্যবাহী ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে তুমুল আন্দোলন। পুলিশের হামলা। ঝরে যায় শিক্ষকসহ দুটি প্রাণ। এতে আন্দোলন হয় আরও বেগবান। পরে এক মাসের মধ্যে কলেজটি জাতীয়করণ করা হবে বলে ধর্মমন্ত্রী মতিউর রহমানের আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করেন শিক্ষকরা। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ এক বছর। কিন্তু জাতীয়করণের কোনো উদ্যোগই নেয়া হয়নি। ইতোমধ্যে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে উচ্চ আদালতে রিট করেছেন কলেজের দুই শিক্ষক। শিক্ষক আন্দোলনের আহ্বায়ক ও কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এসএম আবুল হাশেম যুগান্তরকে বলেন, কলেজ জাতীয়করণের তালিকায় সারা দেশের মধ্যে পাঁচ নম্বরে ছিল ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ। অথচ গেজেট প্রকাশের পর দেখা গেল ওই কলেজের নামই নেই। তার বদলে ফুলবাড়িয়ায় এমপি মোসলেম উদ্দিনের প্রতিষ্ঠা করা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সেদিন শিক্ষকসহ এলাকার সব শ্রেণী-পেশার মানুষ আন্দোলনে নেমেছিলেন। দেড় মাসেও আন্দোলন দমাতে না পেরে শিক্ষকদের ওপর হামলা করে পুলিশ ও সন্ত্রাসীরা। এতে একজন শিক্ষকসহ দু'জন নিহত হন। ডিসেম্বরের শুরুতে ধর্মমন্ত্রীর আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করি আমরা। কিন্তু এখনও ফুলবাড়িয়ার মানুষের প্রাণের দাবি পূরণ হয়নি।

এ বিষয়ে ধর্মমন্ত্রী মতিউর রহমান যুগান্তরকে বলেন, ফুলবাড়িয়ায় আন্দোলনরত শিক্ষকদের যে আশ্বাস দিয়েছি তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। এ নিয়ে আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। জাতীয়করণের প্রক্রিয়া এখন কী অবস্থায় আছে জানা নেই। এটি খোঁজ নিয়ে জানতে হবে।

তবে ধর্মমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, তিনি (ধর্মমন্ত্রী) যে আশ্বাস দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের জন্য সত্যিকার অর্থেই চেষ্টা করছেন। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষকদের আন্দোলন থামানোর জন্যই তিনি 'এক মাসের' কথা বলেছিলেন।

জানা গেছে, জাতীয়করণ করার মতো ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে না পারলেও এমপি মোসলেম উদ্দিনের তদবিরে নাম দেখেই জাতীয়করণ হয় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়। আর এ কারণেই ঐতিহ্যবাহী ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজটি জাতীয়করণের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। এ ছাড়া এর পেছনে কলকাঠি নেড়েছেন এমপি মোসলেম উদ্দিনের ছেলে ইমদাদুল হক সেলিম।

শিক্ষকরা জানান, ফুলবাড়িয়া কলেজকে জাতীয়করণের দাবিতে গত বছরের অক্টোবর থেকে শিক্ষকরা আন্দোলন শুরু করেন। ২৬ নভেম্বর পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের হামলায় কলেজের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদসহ দু'জনের মৃত্যু হয়। এরপর আন্দোলন আরও জোরদার হলে বিপাকে পড়ে যান এমপি মোসলেম উদ্দিন ও তার ছেলে ইমদাদুল হক সেলিম। তারা তখন ধর্মমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। পরে ধর্মমন্ত্রীর আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করা হয়।

এ বিষয়ে কথা বলতে এমপি মোসলেম উদ্দিনের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি। পরে ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়েও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এমপি মোসলেম উদ্দিন অসুস্থ থাকায় মোবাইল ফোনে তেমন কথা বলেন না।

এ বিষয়ে এমপিপুত্র ইমদাদুল হক সেলিম যুগান্তরকে বলেন, সেদিন (২৭ নভেম্বর, ২০১৬) পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে শিক্ষকদের কলেজের বাইরে আসতে নিষেধ করেছিল। তারা তা না মেনে উপজেলা পরিষদে আক্রমণ করতে গেলে তখনই পুলিশ অ্যাকশনে যায়। পরে আমরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি আমার এবং এমপির নামে মামলা হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে যেসব কথা শিক্ষকরা বলছেন, সবই মিথ্যা, বানোয়াট এবং আমাদের রাজনৈতিকভাবে হেয় করার জন্যই এসব বলা হচ্ছে।